যুগান্তর

তারিখ 02 APR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

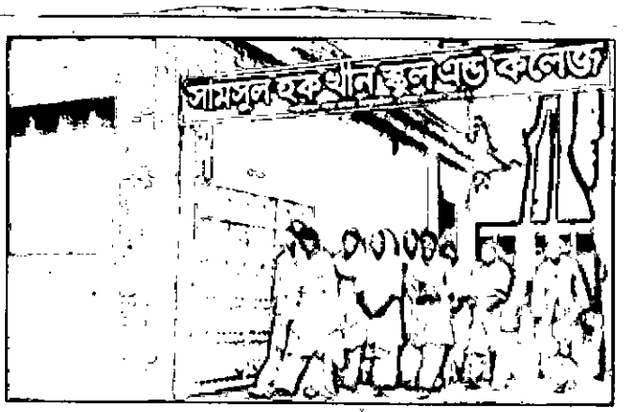

যুগান্তর

সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ

এমপিওভুক্ত না হয়েও সেরাদের তালিকায় সামসুল হক খান স্কুল

ইউসুফ আলী

বয়সে নবীন অথচ সাফল্যে রাজধানীর সেরাদের তালিকায় উঠে এসেছে রাজধানীর ডেমরা মাতুয়াইলের পাড়াডগাইর সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ। সরকারি স্বীকৃতি থাকলেও এখন পর্যন্ত এমপিওভুক্ত হয়নি। স্কুলটি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদের বেতনের অর্থে পরিচালিত হয়। অবকাঠামোগত সমস্যা প্রতি পদক্ষেপে। জীর্ণশীর্ণ শ্রেণীকক্ষ। শিক্ষার্থীদের স্থান সংকুলানও হচ্ছে না শ্রেণীকক্ষে। এতসব সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও এখানে থেমে নেই শিক্ষাদান কার্যক্রম। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা বোর্ডে গত বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হারের দিক

মোঃ মাহবুবুর রহমান

ঢাকার স্কুল ২৫

স্কুল : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

● কাল : অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

স্কুল : সামসুল হক খান

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

থেকে শীর্ষ স্থান দখল করে। শুধু তাই নয়, বিগত তিন বছর ধরেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হারে শীর্ষ দশের মধ্যে অবস্থান করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মোঃ মাহবুবুর রহমান মোল্লা জানান, কোন সীমাবদ্ধতা মানসম্মত শিক্ষার প্রসারকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। তবে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সরকারি সহায়তা প্রদান ও অবকাঠামো সম্প্রসারণ করা হলে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানে উন্নীত করা সম্ভব এই প্রতিষ্ঠানকে।

১৯৮৯ সালে সামসুল হক খান জুনিয়র হাই স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। ২০০৩ সালে চালু করা হয় কলেজ শাখা। ক্রমাগত সাফল্যে ২০০৪ সালে সরকার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয়। ২০০৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করেই নজর কাড়ে নবা এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। ওই বছর পাসের হারের দিক থেকে ঢাকা বোর্ডে শীর্ষ দশের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করে। এরপরের বছরও শীর্ষ দশের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। ২০০৭ সালে এসে ঢাকা বোর্ডের শীর্ষ কলেজের মর্যাদা পায় এ কলেজটি। গতবছর ৮৭ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১ জন। এসএসসি পরীক্ষায়ও এ প্রতিষ্ঠানের অর্জন ঈর্ষণীয়। ২০০২ সাল থেকে,এসএসসি পরীক্ষায় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে আসছে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। ওই বছর শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টা, অভিভাবকদের সহযোগিতা ও শিক্ষার্থীদের একাগ্রতার কাছে ধরা দেয় সাফল্য। ২০০৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ২৫৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এর মধ্যে ৯৯ দশমিক ২২ শতাংশ উত্তীর্ণ হয়। গতবছরও পাসের হার ছিল ৯৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। জুনিয়র ও প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার সাফল্যেও পিছিয়ে নেই প্রতিষ্ঠানটি। ডেমরা থানা কোটার প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তির সবক'টি পায় এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। ২০০৬ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় মোট ৩১ জন এবং প্রাথমিক বৃত্তি পায় ৫৫ জন। এ প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছেন ৮৫ জন শিক্ষ-শিক্ষিকা। আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। এর মধ্যে কলেজ শাখায় রয়েছে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী। স্কুল প্রভাতী ও দিবা দু'টি শাখায় বিভক্ত এবং বর্তমানে সেকশন সংখ্যা সত্তর।

মেধা চর্চার পাশপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমের দিক দিয়েও বেশ অগ্রসর এ প্রতিষ্ঠান। বিতর্ক, স্কাউট, উপস্থিত বক্তৃতা, নাচ-গান, কৌতুকসহ বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম বিদ্যমান রয়েছে এখানে। এক্ষেত্রেও সাফল্য একেবারে কম নয়। ভাষা প্রতিযোগিতায় দু'প্রতিযোগী বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। অধ্যক্ষ মোঃ মাহবুবুর রহমান মোল্লা বলেন, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের আলাদা মডেল টেস্ট নেয়া হয়। বিশেষ পরীক্ষা তো রয়েছেই। ক্লাসে সিলেবাস সম্পন্ন করা হয়। রাতে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করছে কিনা বাসায় বাসায় গিয়ে মনিটরিং করেন শিক্ষকরা। তিনি বলেন, ভৌত অবকাঠামো পর্যাপ্ত না থাকার কারণে শিক্ষাদানে নানা সমস্যা বিদ্যমান। সরকারের কোন সহায়তা না পাওয়ায় মানসম্মত শিক্ষার প্রসার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকারি সহায়তা পেলে এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হলে সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হবে।